দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

আগুন দিয়ে মানুষের ইচ্ছাকে পোড়ানো যায় না

গাইবান্ধার পুড়ে যাওয়া স্কুলের শিক্ষার্থীদের মন্তব্য

■ গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের ব্রহ্মপুত্র নদের প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি মাধ্যমিক স্কুলটি আগুনে ভস্মিভূত হলেও শিক্ষার্থীদের উদ্যমে ভাটা পড়েনি এতটুকু। ক্ষুদে এই শিক্ষার্থীরা বলেছে, আগুন দিয়ে মানুষের ইচ্ছাকে পোড়ানো যায় না। সারা দেশে এই পৈশাচিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবাদ উঠেছে তাতে প্রমাণ হয়েছে—আগুনে স্কুল পোড়ালেও খারাপ লোকেরা আসলেই পরাজিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সরেজমিনে ওই এলাকা পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। আগের মতই মুখরিত ছিল বিদ্যালয় এলাকা। ধ্বংস স্তূপকে পেছনে রেখে মেঝেতে চলছে লেখাপড়া। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, যতদিন শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ সম্ভব না হবে, ততদিন এভাবেই আমরা শিক্ষা দান অব্যাহত রাখবো। বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী শাপলা আক্তার বলে, 'স্কুল পুড়ে গেলেও আমরা পড়াশোনা বন্ধ করিনি। কারণ দেশের ভালো ভালো মানুষ আমাদের এ স্কুল নিয়ে ভাবছেন, আমাদের কথা বলছেন। তাই ইতিমধ্যে খারাপ লোকেরা জিততে পারেনি। তাদের ধিক্কার জানিয়েছে গোটা দেশ। গাইবান্ধা সদর থানার ওসি একেএম মেহেদী হাসান জানান, আগুনে বিদ্যালয় পুড়ে যাওয়ার অলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া অগ্নিকান্ডের ঘটনার রহস্য উদঘাটনে রবিবার বিকালে র‍্যাব ও অপরাধ সনাক্তকরণ ইউনিট পৃথক ভাবে তদন্ত কাজ পরিচালনা শুরু করেছেন।

সরকারি সহায়তা ঃ এদিকে, আগুনে পুড়ে যাওয়া কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমি স্কুলটির শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি তহবিল থেকে ৪৫ হাজার টাকা ও ১৫ বান্ডিল ঢেউটিন এবং স্থানীয় তহবিল থেকে আরও ২০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. আব্দুস সামাদ স্কুলটি পরিদর্শন করে ঢেউটিন এবং সহায়তা বাবদ এই অর্থ প্রদান করেন। এছাড়া গাইবান্ধা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলটি পরিদর্শন করে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ১ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।